যায়যায়দিন

তারিখ 11 MAY 2013
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

মাধ্যমিকে আকাশছোঁয়া সাফল্য
শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন

মাধ্যমিক ও সমমানের পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে বৃহস্পতিবার। এবার দেশের ১০ শিক্ষা বোর্ডের গড় পাসের হার ৮৯.৭২ শতাংশ। এবারের ফলাফলে বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানে এমন ভালো ফল আগে কখনো দেখা যায়নি। শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক সবার বিবেচনায় এমন ফলই প্রত্যাশিত। কারো কারো মতে এ সাফল্য বিস্ময়কর। ১৩ লক্ষাধিক পরীক্ষার্থী এবারের মাধ্যমিক ও সমমানের পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল। কৃতকার্য পরীক্ষার্থীদের মধ্যে জিপিএ-৫ অর্থাৎ প্রতিটি বিষয়ে পৃথকভাবে ন্যূনতম ৮০ শতাংশ বা তারও বেশি নাম্বার পেয়েছে ৯১ হাজার ২২৬ জন শিক্ষার্থী। পরীক্ষার্থীদের উত্তরোত্তর সাফল্যের রেকর্ড ও ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন রয়েছে। সাফল্যের ধারা অব্যাহত রাখায় এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় কৃতকার্য শিক্ষার্থীসহ এ আকাশছোঁয়া সাফল্য অর্জনের পেছনের কারিগর বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সদস্য এবং অভিভাবক, সবাইকে আমাদের অভিনন্দন।

বৃহস্পতিবার দুপুরে আনুষ্ঠানিক ফলাফল প্রকাশের পর থেকেই সারাদেশে কৃতকার্যদের বাঁধভাঙা উচ্ছলতা চোখে পড়ে। এবার যে ব্যাচটি মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে তারা দু'বছর আগে প্রথমবারের মতো অষ্টম শ্রেণির পাবলিক পরীক্ষা দিয়েছে। দেশব্যাপী অভিন্ন প্রশ্নপত্রে অনুষ্ঠিত এ ধরনের পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নির্বাচনী পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থী বাছাই করা হয়। জেএসসি নামে পরিচিত এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরাই পরবর্তী দুই বছর পড়াশোনা শেষে এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে। পরীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায়, জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষা এ সাফল্যের পেছনে নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছে। গত তিন বছর ধরে পঞ্চম শ্রেণিতেও একটি পাবলিক পরীক্ষা আয়োজিত হচ্ছে। এতে উত্তীর্ণরা অষ্টম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষা দেবে এবং পরে তারাই অংশ নেবে এসএসসি বা মাধ্যমিক পরীক্ষায়। এ প্রেক্ষাপটে এমনটি আশা করা যেতেই পারে, নিকট ভবিষ্যতে মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা সবাই পাস করবে। ক্রমেই জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থী সংখ্যা বাড়তে থাকবে।

এবারের মাধ্যমিক ও সমমানের পরীক্ষায় ভালো ফলের পেছনে স্কুল পর্যায়ে প্রতিটি শিক্ষার্থীকে বিনামূল্যে পাঠ্যবই সরবরাহ, ছাত্রীদের উল্লেখযোগ্য অংশকে বৃত্তি প্রদান, শিক্ষা উন্নয়নমূলক বিভিন্ন সরকারি পদক্ষেপেরও অবদান রয়েছে। এক সময়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় মেধা তালিকা প্রকাশ পেত এবং এতে স্থান লাভকারীরা সবার কাছে হয়ে উঠত প্রেরণা। এখন এর পরিবর্তে এসেছে জিপিএ-৫ অর্জন। এখন একটি বিষয়ে সবাই কমবেশি একমত যে, আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধিত হচ্ছে, পড়াশোনার পরিবেশে উন্নতি ঘটছে এবং মান বেড়ে চলেছে। এ ধারা অব্যাহত রাখতে দেশ স্থিতিশীল ও শিক্ষা সহায়ক পরিবেশ তৈরি করতে হবে।

রাজনৈতিক অস্থিতিশীল পরিস্থিতির কারণে এবারের পরীক্ষার্থীদের মনোযোগ বিঘ্নিত হয়েছে। এ অনাকাঙ্ক্ষিত সমস্যা সৃষ্টি না হলে ফল আরেকটু ভালো হতে পারত বলেও কেউ কেউ মনে করছেন। এর পরও পরীক্ষার্থীদের সাফল্য আমাদের অনুপ্রাণিত করে। এবার ১১ শতাংশ পরীক্ষার্থী অকৃতকার্য হয়েছে। আমরা মনে করি অকৃতকার্যদের পড়াশোনায় অধিক মনোযোগ দিতে হবে। শিক্ষার বিকল্প শুধু শিক্ষাই হতে পারে। এ জন্য সঠিক শিক্ষা পদ্ধতির মূল্যায়ন করতে হবে। শিক্ষার গুণগতমানও নিশ্চিত করা জরুরি। এবারের রেকর্ড ফলাফলকে অনেকেই মাইলফলক হিসেবে বিবেচনা করছেন। ভবিষ্যতেও সাফল্যের এ ধারা অব্যাহত রাখতে শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষকরা যত্নবান হবেন।

প্রতিবছর পরীক্ষার ফল প্রকাশের সময় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের ভালোমানের কলেজের প্রয়োজনীয়তার কথা উঠে আসে। ক্রমবর্ধমান শিক্ষার্থীর বিপরীতে দেশে ভালোমানের কলেজের অভাব রয়েছে- এ কথা নতুন করে বলার কিছু নেই। ফলে এবারের পরীক্ষায় সর্বোচ্চ ফল অর্জনকারীদের বাঁধভাঙা আনন্দ-উচ্ছ্বাসের ফাঁকেই উঁকি দিচ্ছে দুশ্চিন্তার কালো মেঘ। আমরা দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করছি, পাসের হার কি বছর বাড়লেও ভালো মানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাড়ছে না। সরকারকে এ ব্যাপারে আন্তরিক হতে হবে। এছাড়া শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সবাইকেই মনে রাখতে হবে, শুধু দেশের ভেতরে নয়, আমাদের তরুণ প্রজন্মকে এখন আরো বেশি করে বিশ্বব্যাপী মেধা-মননের প্রতিযোগিতায় শামিল হতে হচ্ছে। সে প্রতিযোগিতায় টিকতে হলে স্কুল থেকেই ভিতটা মজবুত করে গড়ে তোলা চাই।